

### লেখক পরিচিতি:

- নাম: আবুল ফজল
- জন্ম: ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দের ১লা জুলাই
- জন্মস্থান: চট্টগ্রামের মাতবানিয়া।
- পিতার নাম: ফজলুর রহমান।
- কর্মজীবন শুরু: ছোট শিক্ষক হিসেবে।
- সমধিক খ্যাত: সমাজ ও সমকাল সচেতন সাহিত্যিক এবং প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবী হিসেবে।
- সাহিত্যকর্মের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়: অমানুষদায়িক জীবনবোধ, স্বদেশ ও ঐতিহ্যপ্রীতি, মানবতা ও ক্ষুভবোধ।
- রচিত উপন্যাস: চৌচির, রাঙা প্রভাত
- গল্পগ্রন্থ: মাটির পৃথিবী, মৃতের আত্মহত্যা
- প্রবন্ধ: সাহিত্য মং স্রুতি মাধনা, সাহিত্য মং স্রুতি ও জীবন, সমাজ সাহিত্য ও রাষ্ট্র, মানবতন্ত্র, একুশা মানে মাথা নত না করা
- দিনলিপি: রেখাচিত্র, দুর্দিনের দিনলিপি।
- পুরস্কার: বাংলা একাডেমী পুরস্কার,
- মৃত্যু: ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ৪ মে (চট্টগ্রামে)

### মূল পাঠ:

- \* প্রচলিত ধারণায় সন্তা আর মানুষের অর্থে ব্যবহৃত হয় মানব কল্যাণ কথাটি।
- \* ওপরের হাত সবসময় নিচের হাত থেকে প্রেরণ, বলেছেন ইসলামের নবি।
- \* অনুগ্রহ বষণ করে ওপরের হাত।
- \* দান বা তিস্তা গ্রহণকারীর দীনতা প্রতিফলিত হয় তার সব অবয়বে।
- \* মানব মর্যাদার দিক থেকে অনুগ্রহকারী ও অনুগ্রহ হীতের তফাত আকাশ পাতাল।

- \* জাতির যৌথ জীবন আর যৌথ চেতনার প্রতীক রাষ্ট্র।
- \* জাতিকে আত্মমর্যাদামঙ্গল করে গড়ে তোলার দায়িত্ব রাষ্ট্রের।
- \* রাষ্ট্র আত্মমর্যাদামঙ্গল নাগরিক গড়ে তুলতে পারে না চাঁটুকুরিতাকে প্ররোচন দিলে।
- \* করুণার বশবর্তী হয়ে দান খয়রাত করা হলো মনুষ্যত্বের অবমাননা।
- \* মানুষের মর্যাদাবোধ বৃদ্ধি আর মানবিক চেতনার বিকাশ হলো মানবকল্যাণ।
- \* সমাজের সুদৃঢ় অঙ্গ বা ইউনিট হলো পরিবার।
- \* মানব কল্যাণের একমাত্র উপায় সমতা আর সহযোগ সহযোগিতা।
- \* তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন? উক্তিটি বঙ্কিমচন্দ্রের।
- \* বন প্রয়োগ বা সামরিক শাসন দিয়ে মানুষকে বানানো যায় তাঁবেদার।
- \* সকল সমস্যা মোকাবেলা করতে হবে সাহস ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে।
- \* মানব কল্যাণ স্বয়ম্, বিচ্ছিন্ন, অক্ষারক রহিত হতে পারে না।
- \* উপলব্ধি ছাড়া মানব কল্যাণ স্রেফ দান, খয়রাত আর কাঙালি ভোজনের মতো মানব মর্যাদার অবমাননাকর পদ্ধতি।
- \* অতিকার মানব কল্যাণ মহৎ তাবনা চিন্তার ফলস্বরূপ।
- \* Relationship is the fundamental truth of the world of appearance, উক্তিটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। (হিবার্ট বহুতামান্নায় বলেন)



- \* মানব কল্যাণ এক জাগতিক মানবধর্ম। মানব মর্যাদার সাথে এর মঙ্গলক অবিস্ফোদ্য।
- \* মুক্তবুদ্ধির সহায়তায় সুপারিকল্পিত পথে কল্যাণ ময় পৃথিবী রচনা সম্ভব।

#### ☞ অর্থার্থ :

- \* অনুগ্রহ বা আনুকূল্য পেয়েছে এমন ব্যক্তিকে বলে অনুগ্রহীত।
- \* মনীষা অর্থ বুদ্ধি, মনন, প্রতিভা, মেধা, প্রজ্ঞা।
- \* ব্যাশানান্ন অর্থ বিচারবুদ্ধিমঙ্গল।
- \* সংকীর্ণতা ও গোড়ামিমুক্ত উদার মানসিকতাই মুক্তবুদ্ধি।

#### ☞ পাঠ পরিচিতি:

- \* প্রবন্ধটি রচিত হয় ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে।
- \* প্রথম সংকলিত হয় মানবতন্ত্র গ্রন্থে।
- \* অনেকে দুঃখ মানুষকে দান খয়রাত করাকে মনে করেন মানব কল্যাণ।
- \* দান খয়রাত করাকে মানব কল্যাণ মনে করা সংকীর্ণ মনোভাবের পরিচালক।
- \* মানুষের সার্বিক মঙ্গলের প্রয়াস হনো মানব কল্যাণ।
- \* সকল অবমাননাকর অবস্থা থেকে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থায় মানুষের উত্তরণ ঘটানো মানব কল্যাণের লক্ষ্য।